সেই কালাম মাস্টার এবার বিভাগীয় রোষানলে

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ নানা অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এবার উঠেছে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ দীর্ঘদিনের।

ব্যবস্থাপনা পর্ষদ থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষকও জানেন না বিদ্যালয়ের কোনো আর্থিক হিসেব নিকেশ। প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ সবকিছুই করে থাকেন স্বৈরাতান্ত্রিক উপায়ে।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি এবার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের বরাবর আবেদন করেছেন আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশ ও অডিট করার জন্য।

আরও পড়ুন কালামের বিরুদ্ধে এবার আদালতে মামলা

আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়ম ও বিদ্যালয়টির ৮/৯ বছরের বিভাগীয় অডিটের জন্য গত ০৬/০৭/২০২২ তারিখে উমাশিঅ/মেহের/তদন্ত-৩১(৩)/২০২০/১৩৭ স্বারক নং এ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবর আবেদন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা আনোয়ার হোসেন।

আবেদনে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ইতোপূর্বে পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি ওই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি একই ধরণের অভিযোগ এনে একটি আবেদন করেছেন। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতি সত্তর তাঁর বিভাগ কর্তৃক উল্লেখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যায়ের হিসাব নিরীক্ষণ অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন তিনি।

এব্যাপারে সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অভিযোগ রয়েছে।

এর মধ্যে আর্থিক অনিয়ম ও বিদ্যালয়ের আয় ব্যায়ের হিসাব নিকাশ। বিদ্যালয়ের আর্থিকসহ সকল ধরনের অভ্যন্তরিন অডিট করার জন্য আমি ইতোমধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপপ্তরের পরিচালক বরাবর আবেদন করেছি।

আরও পড়ুন প্রধান শিক্ষক কালামের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন

এদিকে গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভাপতি গোলাম মোস্তফা শান্তি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন করেছেন।

আবেদন তিনি জানান, বর্শিবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের অসহযোগীতার কারণে বিদ্যালয়ের গতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। বিদ্যালয়ের যাবতীয় অর্থ ভূঁয়া বীল ভাউচার করে আত্মসাৎ করছেন।

সকল শিক্ষকরা টিউশিন ফিস সকল শিক্ষক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এযাবৎ পর্যন্ত বরাদ্দকৃত টিউশিন ফিস শিক্ষকদেরকে না দিয়ে প্রধান শিক্ষক একাই আত্মসাৎ করেন।

বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ও আয় ব্যায় ঠিক রাখতে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট থাকলেও সেই এ্যাকাউন্ট নম্বরটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পর্ষদকে জানান না। ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট সভাপতির যৌথস্বাক্ষরে পরিচালিত হলেও এখন পর্যন্ত আমার কোনো স্বাক্ষর নেন না প্রধান শিক্ষক।

তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন তার স্বাক্ষর জাল করেই সকল ধরনের লেন দেন ও অর্থ উত্তোলন করে থাকেন প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ হওয়া অর্থ ও ব্যাংক স্টেটম্যান্ট জানার জন্য বিদ্যালয়ের নামে খোলা ব্যাংক এ্যকাউন্টটি জানা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন তার লিখিত আবেদনে।

আরও পড়ুন প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদকে অবাঞ্চিত করলো গ্রামবাসী, বহিস্কারের দাবি

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি গোলাম মোস্তফা (শান্তি) মোবাইল ফোনে বলেন, মাঝে মধ্যে ব্যাংকের চেক সই করে নিয়ে চলে যায়। আমি আগে বিষয়টি খুব বেশী গুরুত্ব দিতাম না।

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আর্থিকসহ নানা ধরণের অভিযোগ ওঠার পর বিদ্যালয়ের ব্যাংক হিসাব নম্বর জানতে চেয়েছি। বারবার ব্যাংক একাউন্ট নম্বর চাইলেও প্রধান শিক্ষক সেটি দেননি। পরে বাধ্য হয়েই বিদ্যালয়ের এ্যাকাউন্ট নম্বর জানতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।

বিদ্যালয়ের একাধিক সহকারী শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, চলতি বছরের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন ফিস, অর্ধবার্ষিকীর পরীক্ষার ফিস ও বেতন বাবদ ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা আয় হলেও বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীদের কোনো বেতন ভাতা দেওয়া হয়নি।

অথচ, প্রধান শিক্ষক ১ লাখ ৬৭ হাজার ৯৫০ টাকা খরচের বিল ভাউচার দাখিল করেছেন। কোথায় কি খরচ করেছেন এই হিসাব দেননি তিনি। শুধু এই তিন মাস নয়, বিগত পাঁচ বছরে বিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে শিক্ষকদের একটি টাকাও বেতন ভাতা দেননি তিনি।

এসব বিষয়ে সহকারী শিক্ষকবৃন্দ কোনো প্রতিবাদ বা বেতন ভাতার দাবী করলে চাকুরীচ্যুত করা ছাড়াও কয়েকজনকে হত্যার হুমকী পর্যন্ত দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষকরা।

আরও পড়ুন কালাম মাস্টারের বিরুদ্ধে এবার নারী নির্যাতন মামলা

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বললে তিনি জানান, টিউশিন ফিসসহ অন্যান্য আয় আমি স্কুল পারপাসে খরচ করেছি। সব খরচের ভাউচার আছে। কিন্তু কোনো শিক্ষককে বেতন ভাতা দেননি বা বৈধ কোনো কাজের ভাউচার নেই এমন প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি তিনি।

তবে সভাপতির বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন, সভাপতির পুত্রবধুকে আমার স্কুলে চাকুরী দেওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছেন। সভাপতি পারলে বৈধ উপায়ে তার পুত্রবধুকে স্কুলে নিয়োগ দিক। তবে, যেহেতু আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করানোর জন্য আবেদন করেছেন। শিক্ষা অধিদপ্তর আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করে দেখুক।

মেহেরপুর শহরে অনিরাপদ ও মানহীন খাদ্য জব্দ

অনিরাপদ ও মানহীন খাদ্য এবং স্প্রিড ও রোবট নামের কোমল পানীয় আটক করে ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২২ জুন) সকালের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক তারিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বেড়পাড়া এলাকায় একটি পরিবেশক কাভার্ড ভ্যানে তল্লাশী করে মানহীন বিভিন্ন শিশু খাদ্য, অনিরাপদ কোমল পানীয় স্পিড ও রোবট উদ্ধার করেন।

মেহেরপুর শহরের ৩ নং ওয়ার্ডের মিনার হোসেনের ছেলে পলাশ কাভার্ড ভ্যানের ভিতরে তল্লাশী চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করেন তিনি।

পরে ওই সব পণ্য ঘটনাস্থলেই পুড়িয়ে ধ্বংশ করা হয়।

মেহেরপুরে মডেল মসজিদের সামনের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষে মার্কেটের দোকান উচ্ছেদ

মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট উচ্ছেদ করাকে কেন্দ্রে করে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সংগঠণ ও জেলা প্রশাসন এখন মুখোমুখি অবস্থানে। দোকান মালিকগণ ও ব্যবসায়ী সংগঠণের সভাপতি আব্দুল হান্নানের দাবী কোনো রকম নোটিশ প্রদান ছাড়াই জেলা প্রশাসক খামখেয়ালিপনা করে দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছেন।

তবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সকল ধরনের আইনী প্রক্রিয়া শেষ করেই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের সামনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ২৬ টি দোকানের এই মার্কেটটি উচ্ছেদ করা হয়েছে।

কোনো রকম অপ্রিতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম।

মার্কেট ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও জেলা প্রশাসকের বদলীর দাবীতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি কেনো, ডিসির কাছে জবাব চাই, শ্লোগান দিতে দিতে ডিসি অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। এঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে জেলা প্রশাসককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপাতি আব্দুল হান্নান, সহসভাপতি আবু আক্তার, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল শিমন, সদস্য রাশেদ, আজহারুল ইসলামসহ কয়েকজন ব্যবসায়ী।

মার্কেট উচ্ছেদের প্রতিবাদে আজ বিকাল ৫ টার সময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করবে বলে জানান ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নান বলেছেন, কোনো রকম নোটিশ ছাড়াই আমাদের ব্যবসায়ীদের দোকান পাট উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এছাড়া মার্কেটটি বাঁচাতে জেলা প্রশাসককে বিবাদী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এখনো সে মামলায় আদালত বিচারাধীন। আদালতের রায়ের আগেই জেলা প্রশাসনের এ ধরনের খামখেয়ালীপনায় ২৬ জন ব্যবসায়ী আজ পথে বসতে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ভ্যাট ট্যাক্◌্র, করের টাকায় জেলা প্রশাসকসহ সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন হয়। অথচ, সেই ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি মেরেছে বর্তমান জেলা প্রশাসক। তিনি বলেন এর আগের জেলা প্রশাসকগণ আমাদের কাছ থেকে ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা সিকিউরিটি নিয়ে এই মার্কেটের দোকান বরাদ্দ দেন। সাম্প্রতিক সময়ে এডিসি সাহেব আমাদের ব্যাংক একাউন্ট করিয়েছেন। সেই এ্যকাউন্টেসের মাধ্যমেই দোকান ভাড়ার টাকা প্রদান করা হয়।

ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য ফজলুল হক বলেন, কারোর কু পরামর্শে অনৈতিকভাবে এই উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস জানান, জেলা প্রশাসন সকল ধরনের আইনী জটিলতা শেষ করেই এই মার্কেটটি উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছেন।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, মসজিদের শ্রীবৃদ্ধির কারণে সামনের মার্কেট উচ্ছেদ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী জমিতে এতদিন কোনো মার্কেট থাকতে পারেনা। অনেকবার তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রমজান মাসের আগেই সকল ধরনের আইনী প্রক্রিয়া শেষ করা হয়েছে। কিন্তু মানবিক কারণে তাদের আমরা আড়াই তিন মাস সময় দিয়েছিলাম। আগের জেলা প্রশাসক কেনো দোকার বরাদ্দ দিয়েছিলেন এব্যাপারে কোনো কথা বলবেন না বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা বিকল্প ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু জেলা প্রশাসনের এধরনের কোনো বরাদ্দের সুযোগ নেই।

জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অ্যাডভোকেসী সভা

আগামী ১২-১৫ জুন জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সদর উপজেলায় অ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১ জুন) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অ্যাডভোকেসী ও পরিকল্পনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন।

ই পি সুপার খোন্দকার আবু সামাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ্যাডভোকেসী সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আফিল উদ্দিনসহ অন্যান্যরা।

এ্যাডভোকেসী সভায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, সাংবাদিকসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ বিভিন্ন পেশার লোকজন উপস্থিত ছিলেন।